পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার

২০২১-২২ অর্থ বছরের কার্যক্রম সম্বলিত প্রতিবেদন

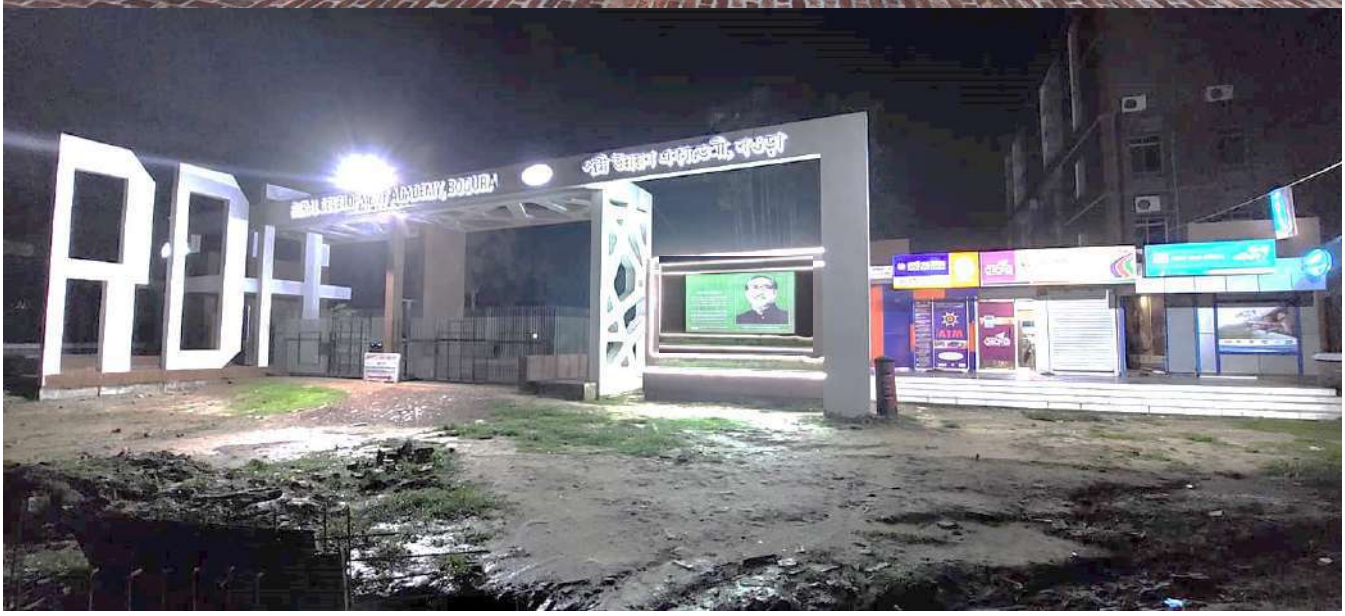

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী [আরডিএ], বগুড়া

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রম

(১.০) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

বাঙ্গালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে দেশের দারিদ্র্য পীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি যথার্থ অনুভব করেছিলেন যে, বাংলাদেশের উন্নয়ন করতে হলে পল্লী এলাকার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আরডিএ'র মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করার মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। প্রতিষ্ঠালাভের পর থেতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তার আবশ্যিক দায়িত্ব হিসেবে আধুনিক জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

(১.১) আরডিএ'র রূপকল্প:

- পল্লী উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।

(১.২) আরডিএ'র অভিলক্ষ্য:

- দারিদ্র্য দূরীকরণে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তারের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

(১.৩) আরডিএ'র কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- প্রশিক্ষণ প্রদান ও মানব সম্পদের উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা;
- গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন;
- প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন মডেলসমূহের বিস্তার ঘটানো; এবং
- পরামর্শ সেবার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।

(১.৪) আরডিএ'র কার্যাবলি:

- গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মডেল উদ্ভাবন ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যৌথ গবেষণা পরিচালনা করা;
- পল্লী উন্নয়নে সময়োপযোগী কৌশল উদ্ভাবন করা;
- কমিউনিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে পল্লী উন্নয়ন মডেল গড়ে তোলা ও ইতিবাচক পরিবর্তনে তা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা; এবং
- একাডেমীর মডেলসমূহ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ সেবা প্রদান।

(২.০) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

একাডেমী ১৯ জুন ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাডেমী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি নিম্নের সারনীতে উপস্থাপন করা হলো।

সারনী-১: প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	কোর্সে ধরণ	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জনদিবস
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স	২২৯	৬১৮৭	৩৭৮৬	৯৯৭৩	৬২৩১২
			৬২.০৪	৩৭.৯৬		
২	ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	৫৩	১৭৬৮	৩৪৬	২১১৪	৯১১১
			৮৩.৬৩	১৬.৩৭		
৩	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	২১	৯০৭	৩৩৮	১২৪৫	৩১৬৭০
			৭২.৮৫	২৭.১৫		
৪	আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স	১	৩৬	২৪	৬০	৬০০
			৬০.০০	৪০.০০		
৫	পিজিডিআরডি	১	২০	১০	৩০	১০৮০০
			৬৬.৬৭	৩৩.৩৩		
৬	ইন্টার্ণশীপ	৭	৫৯	২১.০০	৮০	৪৬২৩
			৭৩.৭৫	২৬.২৫		
৭	এক্সপোজার ভিজিট	৪২	২৩৬৯	১০২৯	৩৩৯৮	৭৩০৭
			৬৯.৭২	৩০.২৮		
৮	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	৩২	১৮০৩	৫৬৫	২৩৬৮	৩৯৯৫
			৭৬.১৪	২৩.৮৬		
মোট		**৩৮৬**	**১৩১৪৯**	**৬১১৯**	**১৯২৬৮**	**১৩০৪১৮**
			৬৮.২৪	**৩১.৭৬**		

তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও আত্মকর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে "সেল্ফ হেল্প গ্রুপ" মডেলে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ মডেলের আওতায় ড্রাইভিং, ইলেকট্রিক্যাল, মোবাইল মেকানিক্স, এসি ও ফ্রিজ মেরামত, হ্যান্ডি ক্রাফটস ও সেলাই এবং আউট সোর্সিং কোর্সসহ অন্যান্য কোর্সের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৯৯৭৩ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি সেক্টরের বিভিন্ন ট্রেডের ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আরডিএ প্রতি বছর নিজস্ব অর্থায়নে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। ট্রেডগুলির মধ্যে নার্সারি ব্যবস্থাপনা, গবাদী প্রাণি ও খামার ব্যবস্থাপনা, বীজ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, জৈবসার উৎপাদন, টেকনিশিয়ান সৃষ্টি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও সেচ ব্যবস্থাপনা, সমবায় ব্যবস্থাপনা, উন্নত প্রযুক্তি ভিত্তিক কৃষিজ কর্মকান্ড। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত তাদের চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে। অপর দিকে আরডিএ উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইন্টার্নশীপের ব্যবস্থা করে আসছে। আরডিএ'র আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ "পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট (পিজিডিআরডি)" যা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরের সাথে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে পিজিডিআরডি'র ৬ষ্ঠ ব্যাচের গ্রাজুয়েশন কোর্স পরিচালিত হয়েছে।

আরডিএ প্রতিবছরই বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নবীন কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৩তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের ২টি ব্যাচ (১৬৭ ও ১৭৬তম) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের ২টি ব্যাচ, এলজিইডি'র সহকারী প্রকৌশলীদের ২টি ব্যাচ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর পরিসংখ্যান কর্মকর্তাদের ১টি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়েছে।

২০২১-২২ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে একাডেমীর নিজস্ব, বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মোট ৩৮৬টি কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ১৯,৩৫১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং এসকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৩,১৪৯ জন পুরুষ এবং ৬,১১৯ জন মহিলা। একাডেমী ১৯৭৩-৭৪ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬,৬৪৮টি ব্যাচে মোট ৬,৪৪,১৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে পুরুষ ও নারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত ছিল ৭৪: ২৬।

৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন, এমপি।

একাডেমীর নিজস্ব অর্থায়নে আয়োজিত সেল্ফ হেল্প গ্রুপ এর আওতায় বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মো: মশিউর রহমান, এনডিসি।

একাডেমীর নিজস্ব অর্থায়নে আয়োজিত সেল্প হেল্প গ্রুপ এর আওতায় বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন একাডেমীর মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব খলিল আহমদ।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের ১৭৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং লিমরা ট্রেড ফেয়ারস্ এন্ড এক্সিবিশনস্ প্রাঃ লিঃ, ঢাকার যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরা, ঢাকায় গত ২৬-২৮ মে ২০২২ মেয়াদে অনুষ্ঠিত "১০ম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

একাডেমীর মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি গবেষণার মূল লক্ষ্য। এছাড়া, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরীতেও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা হয়। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, এসডিজি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকেও সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গবেষণার বিষয়সমূহঃ

- **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal):** চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।
- **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development):** ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন, ই-গভর্ন্যান্স, জেন্ডার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জন পরিসংখ্যান (**Demography**), লোক প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য।
- **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development):** শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পোল্ট্রী, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ, নার্সারী/হোম গার্ডেনিং, প্রাণি স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি, বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন, প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি অর্থনীতি ইত্যাদি।
- **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development):** সামাজিক বনায়ন, নিরাপদ পানি, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পল্লী জ্বালানি, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, খরাসহিষ্ণু ও লবণ সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ।

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২০টি গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৫৪৬টি গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

(৩.১) ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	গবেষণার শিরোনাম	গবেষক/গবেষকবৃন্দের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	গবেষণার সময়কাল
১	Study on tubificid Worm (Tubifex tubifex) Production and its Effect on Growth of Three Selected Ornamental Fishes at RDA, Bogura	Md. Ashraful Alam, Assistant Director, RDA Macksood Alam Khan, Director (In-charge), RDA Dr. Md. Nurul Amin, Director, RDA	2018-19 to September,2021
২	Food Security and Livelihood Improvement through e-learning of Women friendly Seed Technology in Northern Region of Bangladesh	Engr. Sk. Saeem Ferdous, Deputy Director, RDA AKM Zakaria, PhD, Former Director, RDA	2016-17 to September,2021
৩.	Fish and vegetable production through Aquaponics system	Macksood Alam Khan, Director (In-charge),RDA Md. Ashraful Alam, Assistant Director, RDA Md. Ferdous Hossain khan, Director, RDA Md. Khalid Aurangozeb, Director (In-charge), RDA	2018-19 to September,2021
৪.	Role of Community Based Organization for the Management of Fish Sanctuaties in Chalan Beel Areas of Bangladesh	Macksood Alam Khan, Director (In-charge),RDA Md. Khalid Aurangozeb, Director (In-charge),RDA	2016-17 to September,2021
৫.	Impact of M4C Interventions on the Livelihoods of Char Dwellers	Md. Aminul Islam, Former DG (Additional secretary), RDA Dr. Md. Nazrul Ialam, (Prof. of BAU) Dr. MA Matin, Former DG (In- Charge), RDA Dr. Md. Abdur Rashid, Former Director, RDA Md. Ferdous Hossain khan, Director, RDA Dr. Md. Abdul Majid, Joint Director, RDA Noor Mohammad, Assistant Director, RDA Maupiya Abedin, Assistant Director, RDA	2018-19 to September,2021
৬.	Public-Private Partnership A New Avenue for Rural Development in Bangladesh	Maruf Ahmed, Assistant Director, RDA	2018-19 to September,2021
৭	Vulnerability of Wheat Production to high temperature due to Global Warming: A review	Md. Mizanur Rahman, Director, RDA	21 January, 2020 - 31 August,

ক্রমিক নং	গবেষণার শিরোনাম	গবেষক/গবেষকবৃন্দের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	গবেষণার সময়কাল
			2021
৮	Contribution of rural women to their household food utilization	Noor Muhammad, Assistant Director, RDA	21 January, 2020 - 19 August, 2021
৯	Financial Autonomy of Union Parishad: A Study of Model Union Parishad	Maruf Ahmed, Assistant Director, RDA	20 February, 2020 - 31 August, 2021
১০.	Productivity and Profitability of Sonali Chicken: A case study at the Poultry Unit Of Rural Development Academy, Bogura	Masrufa Tanzin, Deputy Director, RDA Md. Delwar Hossain,Joint Director,RDA Muhammad Riazul Islam, Deputy Director, RDA	17 January, 2019 - 09 August, 2021
১১	Economic Empowerment of Rural Women through Community Based Indigenous Poultry Farming: piloting results based rural deshi chicken model in two villages of Bogura District	Abdullah Al Mamun,ADG,RDA Masrufa Tanzin, Deputy Director, RDA Muhammad Riazul Islam, Deputy Director, RDA Dr. Mohammad Mohiuddin(Prof. of BAU)	21 January, 2020 - 31 August, 2021
১২	মাছ চাষের সহজপাঠ	মাকছুদ আলম খান, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত),আরডিএ মো: আশরাফুল আলম, সহকারী পরিচালক, আরডিএ অভিষেক কান্তি বর্মন, সহকারী পরিচালক, আরডিএ খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আরডিএ	১০ জুলাই, ২০২১ – ৩০ জানুয়ারি, ২০২২
১৩	পশুপাখি পালনের সহজপাঠ	মো: আব্দুল্লাহ আল আমিন, সহকারী পরিচালক, আরডিএ ড. সমীর কুমার সরকার, পরিচালক, আরডিএ খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আরডিএ	০৫ ডিসেম্বর, ২০২১ – ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
১৪	ছাদকৃষির সহজপাঠ	ফখর উদ্দিন তালুকদার, সহকারী পরিচালক, আরডিএ মো: খালিদ আওরঙ্গজেব, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), আরডিএ খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আরডিএ	০৫ ডিসেম্বর, ২০২১ – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
১৫	পল্লী জনপদ- স্বল্প ব্যয়ের নিরাপদ ও সবুজ প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক আবাসনের একটি টেকসই মডেল	খলিল আহমদ, মহাপরিচালক, আরডিএ মো: ফেরদৌস হোসেন খান, পরিচালক, আরডিএ ড. মো: আরিফ হোসেন জুয়েল, সহকারী পরিচালক, আরডিএ মনিরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, আরডিএ মো: আল মামুন, সহকারী পরিচালক, আরডিএ	১ জুলাই, ২০২১- ৩০ জুন, ২০২২
১৬	The Village Kalsimati: lifting out of Multidimensional Poverty	Khalil Ahmed, Director General (Additional Secretary), RDA Md. Shafiqur Rashid PhD, Joint Director, RDA	10 July 2021- 25 March 2022
১৭	In Vitro Regeneration of Gerbera jamesonii through Callus Culture	Md A. Rashid, Former Director, RDA Md. Asaduss Zaman, Deputy Director, RDA Suvagata Bagchi, Deputy Director, RDA Rafiul kabir, Khulna University	1 August 2021- 10 January 2022
১৮	Household Calorie Intake and Food Expenditure Relationship a Case in rural Liberia	Md. Shafiqur Rashid PhD, Joint Director, RDA ZayZay F. Silla, Ministry of Finance and Development Planning, Liberia	1 November 2021- 20 March 2022
১৯	Communication in Creating Health Awareness of rural People: Insight of Northern Bangladesh	Nusrat Jahan, Assistant Director, RDA Md. Mohiuddin, Deputy Director, RDA	May, 2022
২০	Reduction Mechanism of Post-Harvest Losses of Horticultural Crops	Md. Abdur Rashid PhD, Former Director, RDA Noor Mohammad, AD, RDA	March 2022

(৪.০) প্রায়োগিক গবেষণা

আরডিএ, বগুড়া বিগত প্রায় চার দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আরডিএ কর্তৃক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এ পর্যন্ত মোট ৪৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে প্রায়োগিক গবেষণাসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল প্রায়োগিক গবেষণার মধ্যে বর্তমানে জিওবি'র অর্থায়নে এডিপভুক্ত ৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এবং নন-এডিপিভুক্ত ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রদর্শনী খামারের ৮টি ইউনিট এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক ৭টি বিশেষায়িত সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাস্তবায়নাধীন প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পসমূহের তালিকা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক) ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহঃ

১	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প। (মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৪ - জুন ২০২২ পর্যন্ত)
২	জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদ: জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২২ পর্যন্ত)
৩	সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। (মেয়াদ: জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২২ পর্যন্ত)
৪	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
৫	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। (মেয়াদ: জুন ২০১৪ - জুন ২০২২ পর্যন্ত)
৬	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা চরস (M4C) দ্বিতীয় পর্যায় (মেয়াদ: জানুয়ারী ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)
৭	শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত)।

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি বর্হিভুত স্তবায়নাধীন গবেষণা প্রকল্পসমূহঃ

১.	ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষিপণ্য ব্যবসা ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকের জীবন মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।
২.	RDA-IRRI কর্তৃক "Accelerating the Genetic Gains in Rice (AGGRi)" শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্প।

প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(৪.১) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাঁকুরগাও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র বিমোচন করার নিমিত্ত রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় আরডিএ'র আদলে একটি স্বতন্ত্র একাডেমী স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

রংপুর বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানন্নোয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র আদলে আরো একটি পূর্ণাঙ্গ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা।
অনুমোদিত মোট প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৩৯১০.৫৭ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২০০০.০০ লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৮৭৭.৬২ লক্ষ টাকা।
জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ১৩৪৩১.৮৭ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.৫৬%।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ একর জমি অধিগ্রহণপূর্বক আরডিএ, বগুড়া'র আদলে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে রংপুর একাডেমী ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ধরণের অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা ছাড়াও বিভিন্ন ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদর্শনী খামার গড়ে তুলে প্রদর্শনী খামারকে NIRD এর আদলে একটি Technology Park হিসাবে গড়ে তোলা। সে আলোকে বিভিন্ন ধরনের ইউনিট যথা (ক) কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট; (খ) ফসল ইউনিট; (গ) ডেইরী ইউনিট; (ঘ) পোল্ট্রি ইউনিট; (ঙ) মৎস্য ইউনিট; (চ) উদ্যান ও নার্সারী ইউনিট; (ছ) টিস্যুকালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ

- রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ পূর্বক বিভিন্ন অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন।
- কৃষি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্র হিসেবে আরডিএ, বগুড়া'র আদলে ৭টি ইউনিটের অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করে সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় করে স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সীমানা প্রাচীর, ক্যাম্পাসের সংযোগ রাস্তা নির্মাণসহ কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং ওয়ার্কসপ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন।
- প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী খামার বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন ইউনিট (ফসল, পোল্ট্রি, মৎস ও কৃষি পণ্য প্রসেসিং ইউনিট ইত্যাদি) প্রদর্শনী কার্যক্রম চলমান।
- প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী খামার বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন ইউনিট (ফসল, পোল্ট্রি, মৎস ও কৃষি পণ্য প্রসেসিং ইউনিট ইত্যাদি) প্রদর্শনী কার্যক্রম চলমান।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, রংপুরের মেইন গেট ও অন্যান্য স্থাপনা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি কর্তৃক আরডিএ, রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

(৪.২) জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প

দেশের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের (বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন করার নিমিত্ত জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলায় আরডিএ'র আদলে একটি স্বতন্ত্র একাডেমী স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানন্নোয়নে জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলাধীন শিহাটা, হরিরামকুল মৌজা
অনুমোদিত মোট প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪২৬৪.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	:	৩২৪০.৪৫ লক্ষ টাকা
জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩১১৩.৯৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৪.৩০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৭%।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০.১০ একর জমি অধিগ্রহণ পূর্বক বিভিন্ন অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা। এছাড়া প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে জামালপুর একাডেমী ক্যাম্পাসে আরডিএ, বগুড়া'র আদলে বিভিন্ন ইউনিট গড়ে তোলা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ

- জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলাধীন শিহাটা, হরিরামকুল মৌজায় ৫০.১০ একর জমি অধিগ্রহণ পূর্বক বিভিন্ন অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য স্থাপনাদির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- কৃষি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্র হিসেবে আরডিএ, বগুড়া'র আদলে ৬টি ইউনিটের প্রতিষ্ঠা করা।
- সীমানা প্রাচীর, ক্যাম্পাসের সংযোগ রাস্তা নির্মাণসহ কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং ওয়ার্কসপ ও স্কুল ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

জামালপুর আরডিএ'র মেইন গেট ও প্রশাসনিক ভবনসহ নির্মিত বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনাদি

জামালপুর আরডিএ পরিদর্শনকালীন ক্যাম্পাসে বৃক্ষ রোপন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান

জামালপুর আরডিএ পরিদর্শন করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলাম, এমপি, প্রতিমন্ত্রী

পর্যবেক্ষণ (আরডিএ, রংপুর ও জামালপুর):

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুত দু'টি অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প 'রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী' ও 'জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' মোট ২৯৪.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। যা বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর ফলে দারিদ্রপিড়ীত এসকল এলাকার দারিদ্র বিমোচনসহ 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

- রংপুর আরডিএ ও জামালপুর আরডিএ এর কার্যক্রম চালুর স্বার্থে একাডেমী দু'টির আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ সভায় নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং সাংগঠনিক কাঠামো ও চাকুরী প্রবিধানমালা অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

(৪.৩) সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

সেচযন্ত্র পরিচালনায় দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা নিরসনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌরশক্তি নির্ভর সেচ সুবিধা ও খাদ্য নিরাপত্তায় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি দেশের আট বিভাগের ৩৫টি এলাকায় সম্প্রসারণে সৌরশক্তি ভিত্তিক সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

সৌরশক্তি নির্ভর গভীর নলকূপ স্থাপন ও দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার/সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোসহ একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি রোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের আট বিভাগের ৩২টি জেলায় মোট ৩৫টি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৬১০.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	:	৫৯৯.২০ লক্ষ টাকা
জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩০৬৮.৬০ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৮৬.৬৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.৯৩%।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

- সৌরশক্তি নির্ভর গভীর নলকূপ (০.৫-১ কিউসেক) স্থাপন;
- আরডিএ উদ্ভাবিত মডেলে সোলার প্ল্যান্ট এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের বিভিন্ন অবকাঠামো স্থাপন;
- দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী
- সেচের পানি অপচয় রোধে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (বারিড পাইপ ইরিগেশন) ও পানি বিতরণ কাঠামো তৈরী;
- প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য ওভারহেড ট্যাংক ও পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক স্থাপন; এবং
- দক্ষ জনশক্তি রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ

- খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও সেচ কাজে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সহায়ক হিসেবে "আরডিএ উদ্ভাবিত সৌরশক্তি নির্ভর সেচ ও দ্বি-স্তরবিশিষ্ট কৃষি প্রযুক্তি" দেশের ৩৩টি জেলার ৩৫টি এলাকায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ২৭টি এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি এলাকায় ১৫-২০ একর জমিতে সেচ প্রদানের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

- বাস্তবায়িত ২৭টি উপপ্রকল্প এলাকার ৩২৭০ সুফলভোগী সদস্যকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক যেমন- গবাদি পশুপালন, উন্নত মৎস্য চাষ, খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

"সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী"

"প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব এস এম হামিদুল হক, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আইএমইডি"

উপ-প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের সাথে উঠোন বৈঠক করছেন আরডিএ, বগুড়া'র মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব খলিল আহমদ

উপ-প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব

“সৌর শক্তি নির্ভর সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত নলকূপের পানি সেচের পাশাপাশি গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার”

(৪.৪) কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

২০১১ সালের সর্বশেষ আদমশুমারিতে দেখা যায় বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলা দু’টিতে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি অনেক বেশি। বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আসলে তিনি অতি দ্রুত উল্লিখিত জেলা দু’টির দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ২০১৬ সালে জেলা দু’টির দারিদ্র্য হ্রাসকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করেন এবং সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এটির মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)-এর আলোকে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য থেকে উন্নীত করার মাধ্যমে প্রকল্পটি সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্প এলাকা	:	কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী, রাজারহাট, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলা এবং জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলা
অনুমোদিত (২য় সংশোধিত) প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৬২৪০.৬১ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৫৯৩৮ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	:	৫২১৫.৭৪ লক্ষ টাকা
জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১০২৫৯.১০ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৬৫.০০ % এবংআর্থিক অগ্রগতি ৬৩.১৭ %

প্রকল্পের মূল কার্যাবলি

- সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের আওতায় ৮টি উপজেলার ১৮,৭৬১ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে গবাদি পশু (গরু) বিতরণ;
- কৃত্রিম প্রজননের জন্য ১০টি উন্নত জাতের বুল/গাভি সংগ্রহ;
- ৮টি উপজেলায় কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের জন্য ৪.০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা;

- আটটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ কেন্দ্র (চাল ও আটা মিল, মধু প্রক্রিয়া, চিলিং প্ল্যান্ট, ফ্রিজিং এ্যান্ড রেফ্রিজারেটর ইউনিট) স্থাপন;
- ১৬ টি মৎস্য খামার স্থাপন এবং ৮টি উপজেলার ৬৪০ জন সুফলভোগীকে মৎস্য চাষ উন্নয়নে সহযোগিতা;
- স্থানীয় পর্যায়ে লাইভস্টক এবং ফিসারিজ সার্ভিস প্রোভাইডার সৃষ্টি;
- প্রকল্প এলাকায় উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯,৫৭০ জন সুফলভোগীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৩০-৫০ জন সুফলভোগী নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ

- সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের আওতায় ৮টি উপজেলার ১৮,৭৬১ জন হত দরিদ্রের মাঝে গবাদি পশু (গরু) বিতরণের বিপরীতে এ পর্যন্ত ১৮,০৯৫ জনের মাঝে ১৮,০৯৫ টি গরু বিরতণ করা হয়েছে।
- সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ১৯,৫৭০ জনের বিপরীতে ১২,৯৬৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৮৪টি ইউনিয়নে সুফলভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬৪টি ইউনিয়ন চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।
- আটটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের জন্য প্রতি উপজেলায় ৫০ শতক করে ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৬টি মৎস্য খামার স্থাপন এবং ৮টি উপজেলার ৬৪০ জন সুফলভোগীকে মৎস্য চাষ উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান চলমান রয়েছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে ১৬৮ জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার এবং ১৬ জন ফিসারিজ সার্ভিস প্রোভাইডার তৈরী চলমান রয়েছে।
- প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৩০-৫০ জন সুফলভোগী নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সুফলভোগীদের মাঝে গরু বিরতণ করছেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সাবেক এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এবং আরডিএ, বগুড়ার মহাপরিচালক জনাব খলিল আহমদ (অতিরিক্ত সচিব)।

কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আসলাম সওদাগর প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে গরু বিতরণ করছেন।

এপিএম সেন্টার এর চরমান অবকাঠামো নির্মাণ কাজ

এপিএম সেন্টারের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি।

(৪.৫) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

কৃষি জমি অপচয় রোধ ও পল্লীবাসীর জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া "গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ" সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পটি মোট ৩৬২,৯৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশের সাত বিভাগের ০৭টি এলাকায় বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক শুধুমাত্র ৩টি বিভাগে (রংপুর, রাজশাহী ও ঢাকা) দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক প্রকল্পটি সংশোধন পূর্বক জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে সংশোধিত মোট ২১৪,১৯.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রংপুর, বগুড়া ও গোপালগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নত আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি জমি অপচয়রোধ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনমানের উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর, রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগে একটি করে মোট ০৩টি এলাকায় পাইলট আকারে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা ।
চলতি অর্থ বছরের জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	:	৩১৩৯.৪১ লক্ষ টাকা ।
জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৭১৭২.০৫ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি- ৮০.১৬%; বাস্তব অগ্রগতি- ৯৯.০৮%

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

- ৩টি এলাকায় বহুতল (৪র্থ তলা) বিশিষ্ট পল্লী জনপদ ভবন নির্মাণ;
- সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা; এবং
- উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিঃ

- পল্লী জনপদ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে রংপুর, রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের ৩টি এলাকায় বহুতল বিশিষ্ট পল্লী জনপদ ভবন নির্মিত হচ্ছে। যেখানে প্রতিটি ভবনে চার ক্যাটাগরির ফ্ল্যাটে ২৭২টি পরিবার নিরাপদে বসবাসের সুযোগ পাবে। ফলে কৃষি জমির অপচয় রোধ ও সমবায় ভিত্তিক কমিউনিটির মাধ্যমে পল্লী এলাকায় শহরের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হবে।
- রংপুর বিভাগের রংপুর জেলার কোতয়ালী থানার সিটি কর্পোরেশনভূক্ত নিয়ামত ও ধাপ মৌজায় পল্লী জনপদ ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করে ফ্লাট গ্রহীতাদের হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত পল্লী জনপদ ভবনের ত্রি-মাত্তিক ভিউ

রংপুর বিভাগের নির্মিত পল্লী জনপদ ভবন

১৬ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে রংপুর বিভাগের পল্লী জনপদ ভবন শুভ উদ্বোধন করে ফ্লাট গ্রহীতাদের মাঝে চাবি হস্তান্তর করেন।

- ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ সদরের হরিদাসপুর মৌজায় আড়পাড়া ও হরিদাসপুর এবং রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলার জামালপুর মৌজায় পল্লী জনপদ ভবন নির্মাণ কাজ চলমান।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারমূলক এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮: আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগরিক সুবিধা সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

(৪.৬) মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা চরস (M4C-২য় পর্যায়) প্রকল্প

মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (SDC) এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং সুইসকন্ট্যাক্ট বাংলাদেশ কর্তৃক জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি কৃষকদের ধান, ভুট্টা, পাট, মরিচ, চিনাবাদাম, পিঁয়াজ, সরিষা, শাকসবজি চাষ, ছাগল ও দেশী মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ এবং এর গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করেছে। পাশাপাশি ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ। এছাড়াও প্রকল্পের সহায়তায় স্থানীয় ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে কৃষকদেরকে সহজ শর্তে মৌসুমী কৃষি ও উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করেছে। ফলশ্রুতিতে চরাঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত কৃষকদের আর্থিক লাভের জন্য টেকসই কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে চরের নারীদের দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করার কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে।

প্রকল্প এলাকা	:	বাংলাদেশের মোট ০৬ টি (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, জামালপুর এবং শরীয়তপুর) জেলা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৫,৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ৪,৫১০.০০ লক্ষ; জিওবি-১,৪৭৬.০০ লক্ষ)।
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২,৩২২.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ১,৯২৫.০০ লক্ষ; জিওবি-৩৯৭.০০ লক্ষ)।
চলতি অর্থ বছরের জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	:	২,১০৬.৬০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ১,৭৩৮.৯২ লক্ষ; জিওবি-৩৬৭.৬৮ লক্ষ)।
জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২,১০৬.৬০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ১,৭৩৮.৯২ লক্ষ; জিওবি-৩৬৭.৬৮ লক্ষ)।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

বাংলাদেশের মোট ০৬ টি (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, জামালপুর এবং শরীয়তপুর) জেলার কমপক্ষে ৭৯,০০০ চর পরিবারকে (মহিলা, পুরুষ এবং শিশুদের সমন্বয়ে) উপকৃত করা এবং তাদের অতিরিক্ত আয় ১৪.৫ মিলিয়ন CHF (Swiss Franc/currency of Switzerland) বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

(ক) প্রকল্প এলাকার চরগুলিতে জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি কৃষি-ব্যবসা নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের উৎপাদনশীলতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি করা (শস্য, প্রাণিসম্পদ খাত) যাতে করে চর পরিবারের আয় বৃদ্ধি ঘটে এবং কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(খ) স্থানীয় ব্যবসার প্রসার ঘটানোর জন্য উদ্ভাবনী ব্যবস্থা নেয়া এবং এই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের ভ্যালু চেইনে সম্পৃক্ত করা যেন তারা সবসময় চর পরিবারদের সাথে ব্যবসায়ীক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।

(গ) অবকাঠামো খাতে সরকারি বিনিয়োগ সুসংহত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীত্বের ভেতরে বাজার ব্যাবস্থা উন্নয়ন এ্যাপ্রোচ এর ক্যাপিটালাইজেশন ও সংস্থাপন ঘটানো।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

চরাঞ্চলে একটি কার্যকরী বাজার ব্যবস্থা ও পরিবেশবান্ধব টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এমফোরসি এর ইন্টারভেনশন গুলোকে মূলত ০৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলঃ

(ক) চর অঞ্চলে ভালো মানের কৃষি উপকরণ, কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা তৈরি করা;

(খ) কৃষি ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(গ) চর অঞ্চলে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ব্যবসা সৃষ্টি করা ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা; এবং

(ঘ) অবকাঠামো খাতে সরকারি বিনিয়োগ সুসংহত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদ্বারিত্বের ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য বাস্তব অগ্রগতি

(ক) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সেক্টরকে প্রকল্পের কার্যক্রমে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে ইতোমধ্যে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) "মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের পরামর্শমূলক কর্মশালা গত ০৪-০৬ জুলাই, ২০২১ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এমফোরসি-সিডিআরসি'র জন্য ০৪ (চার) বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(গ) ন্যাশনাল চর এলাইন্স এর সাথে এমফোরসি-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চর উন্নয়ন বিষয়ক কন্সালটেশন সভা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(ঘ) 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দলের সাথে আলোচনান্তে এমফোরসি-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জেলার চর এলাকায় ০১টি গ্রামকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

(ঙ) প্রকল্পের আওতায় ০৬ জেলায় (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, জামালপুর ও শরীয়তপুর) ০৬টি "প্রকল্প অবহিতকরণ কর্মশালা" সম্পন্ন করা হয়েছে।

(চ) প্রকল্পের আওতায় ৬০ জনকে নার্সারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপনান্তে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক ৬০টি নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন মানসম্পন্ন চারা উৎপাদনের পাশাপাশি সীডলিং ব্যবসা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ছ) প্রকল্পের আওতায় ০৪টি জেলায় (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও জামালপুর) মডেল আকারে সৌরবিদ্যুৎ চালিত নলকূপ স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(জ) প্রকল্পের আওতায় ০৬টি জেলার চর এলাকায় গো-খ্যাদ্যের চাহিদা পূরণে পাকচুন ঘাসের প্রদর্শনী স্থাপন, নেট হাউজের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রদর্শনী এবং চর উপযোগী ফসল (তরমুজ, বাদাম, মিষ্টি কুমড়া) উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঝ) চর এলাকায় উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের জন্য ০৫টি জেলায় (গাইবান্ধা-০২টি, রংপুর-০১টি, লালমনিরহাট-০১টি, কুড়িগ্রাম-০১টি ও জামালপুর-০১টি) ০৬টি পোর্টেবল স্টোরেজ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঞ) প্রকল্পের আওতায় এক মাস ব্যাপী "হস্তশিল্প এবং সেলাই বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ" কোর্স সমাপনান্তে ৩০ জন উদ্যোক্তা নারীকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রকল্প থেকে ৩০টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। চর এলাকার প্রশিক্ষিত মহিলা ভিন্ন ভিন্ন চরে টেইলারিং ব্যবসা শুরু করেছে।

(ট) প্রকল্পের আওতায় ০১ মাস ব্যাপী "কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান বিষয়ক প্রশিক্ষণ" কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে। কোর্স সমাপনান্তে ৩০ জন উদ্যোক্তা টেকনিশিয়ানকে সীমেন সংরক্ষণের জন্য নাইট্রোজেন ক্যান প্রদান করা হয়েছে।

(ঠ) কৃষি বনায়নের মাধ্যমে চর এলাকার বসবাসরত মানুষের জীবনমান ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা কাযর্ক্রম চলমান রয়েছে।

(ড) প্রকল্পের আওতায় ০৬টি জেলায় ০৬টি প্রারম্ভিক কর্মশালা এবং ০৩টি মাঠ দিবস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ঢ) কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার বজরাদিয়ার খাতা চরে জেলা প্রশাসন, কুড়িগ্রাম-এর সহায়তায় ০১ একর জায়গায় M4C হাট স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কার্যক্রম	অগ্রগতি
সভা	
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভা	০১টি সম্পন্ন হয়েছে
প্রকল্প রিভিউ কমিটি কর্তৃক রিভিউ সভা	০২টি সম্পন্ন হয়েছে
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভা	০৪টি সম্পন্ন হয়েছে
প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভা	০২টি সম্পন্ন হয়েছে
উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	
গাভী পালন এবং গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ	০২ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে
নার্সারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	০২ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে
হস্তশিল্প ও সেলাই বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে
কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে
চর উপযোগী ফসল উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে
চর উপযোগী প্রযুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে
বিজনেস টু বিজনেস নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে
বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থির চিত্র

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয় রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করছেন।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র মহাপরিচালক রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করছেন।

সুইস এম্বাসেডর রংপুর ও গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন চর পরিদর্শন করছেন।

হস্তশিল্প ও সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে ৩০ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ৩০টি সেলাই মেশিন এবং কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ শেষে ৩০ জনকে সীমেন সংরক্ষণের জন্য নাইট্রোজেন ক্যান (এআই গানসহ) বিতরণ করা হয়

প্রশিক্ষণ পরবর্তী গাইবান্ধায় বেড পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন মরিচ, ফুলকপি ও বেগুনের চারা উৎপাদন এবং জামালপুরে সোহেল রানা'র নার্সারী প্রতিষ্ঠাকরণ।

(৪.৭) "শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ" শীর্ষক প্রকল্প

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যশোর জেলায় একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার নির্দেশনার আলোকে প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেসার পিতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র পিতামহ শেখ জহুরুল হক যশোরে চাকরিকালীন সময়ে এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারে অদম্য প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। মৃত্যুর পর তাঁকে যশোরে সমাহিত করা হয়েছে। শেখ জহুরুল হকের এ উদ্যোগের প্রতি সম্মান জানানোর লক্ষ্যে যশোরের মনিরামপুর উপজেলার ঠঁটে কামালপুর ও মাচনা মৌজায় ৫০ (পঞ্চাশ) একর ভূমিতে চার বছর মেয়াদে (০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত) মোট ১৯৮.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে "শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গত ১০/৫/২০২২ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন দেয়া হয়।
প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো নিম্নরুপঃ

- প্রশাসনিক কাম অনুষদ ভবন (১০ তলা) ভবন।
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেস্ট হাউজ (৬ তলা) ভবন।
- পুরুষ হোস্টেল (৬ তলা) ভবন।
- মহিলা হোস্টেল (৩ তলা) ভবন।
- টেকনিক্যাল এবং জেনারেল স্কুল ও কলেজ ভবন (২ তলা) ভবন।
- ডিজি বাংলো (ডুপ্লেক্স) ভবন।
- ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার (৩ তলা) ও স্টাফ কোয়ার্টার (৩ তলা)।
- মেডিক্যাল সেন্টার (২ তলা) ভবন।
- আরডিএ, বগুড়ার আদলে ৬টি ফার্ম ইউনিট (ফসল, ডেইরি, পোল্ট্রি, মৎস্য, টিস্যু কালচার এবং ফুল গবেষণা/নার্সারী) প্রতিষ্ঠার
- সীমানা প্রাচীর, গেইট, গার্ড সেড, করিডোর, মসজিদ, রাস্তা ও ড্রেনেজ সিস্টেম ইত্যাদি নির্মাণ।

(৫.০) এডিপি বর্হিভূত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

(৫.১) ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষিপণ্য ব্যবসা ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকের জীবন মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।

বাংলাদেশে অনেক ফলমূল শাকসবজি উৎপাদন হলেও সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের অভাবে তা পুরোপুরি অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে না। তাছাড়াও প্রায় অধিকাংশ কৃষিজাত পন্য উৎপাদিত পণ্য সময়ভিত্তিক হওয়ায় সারাবছর এসব পণ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এ ধরনের পণ্যসংরক্ষণ আবশ্যক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কাঁঠাল, কলা ও টমেটো উৎপাদন যেভাবে বেড়েছে সেভাবে দেশে এসব ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নাই বরং হলেও তা সীমিত আকারে চলমান রয়েছে। উত্তর বঙ্গে বিশেষ করে বগুড়া ও ঢাকার কাছাকাছি গাজীপুর এসব ফসলের চাষাবাদ হলেও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ভুটান সার্কভূক্ত আটটি দেশের এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশের পক্ষে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তা বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর, ২০১৮ হতে অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত এবং প্রকল্পটির মোট অর্থায়ন ইউএস ডলার ২১২,০৫৪.০০ যার মধ্যে এসডিএফ গ্রান্ট ইউএস ডলার ১৮৪,৩১৪.০০ এবং ইন-কাইন্ড ফান্ড হিসেবে ইউএস ডলার ২৭,৭৪০.০০ সহযোগিতা দিচ্ছে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

প্রকল্প এলাকা

(১) বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার কালশিমাটি, রামনগর ও কানুপুর এবং বগুড়া জেলার শাহাজাহানপুর উপজেলা আমরুল গ্রাম।
(২) গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার পাবুর, ধরপাড়া, ধলিসূতা চাঁনদুন ও বেপারি বাড়ি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য নির্বাচিত প্রকল্প এলাকায় ছোট ছোট প্রসেসিং প্লান্টের ও মেশিনারিজের উৎপাদিত পন্যের দ্রুত প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উন্নত বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রকল্পের মূল র্কমকান্ড

- প্রকল্পের আওতায় ২টি প্রকল্প এলাকায় মাঝারি আকারের কৃষি পণ্য প্রসেসিং, প্রিজারভেশন ও বাজারজাতকরণ ইউনিট গড়ে তোলা।
- নির্বাচিত ১০০ জন সুফলভোগী সদস্যদের ০৪টি গ্রুপে বিভক্ত করে ২৫ জনের একটি করে মোট ৪টি কৃষক উৎপাদনকারী দল গঠন।
- প্রতিটি গ্রুপ প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে ০২ বছর যুক্ত থাকবে এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ

- প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর উপ-প্রকল্প এলাকায় একটি এবং বগুড়ার আরডিএর এপিএম সেন্টারের পার্শ্বে একটি কৃষি পণ্য প্রসেসিং ও প্রিজারভেশন ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছে।

৬ জুন, ২০২২ ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষিপণ্য ব্যবসা ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্য ও সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময় করেন সার্ক মহাসচিব মহামান্য এসালা রুওয়ান উইরাকুন।

গাজিপুর উপপ্রকল্পের সাইটে ''Exposure visits for the participating farmers to agro-processing plants and marketing facilities in the country'' visits সম্পন্ন করা হয়। উক্ত ভিজিটে উপস্থিত ছিলেন ড. ম. হাফিজ এইচ খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ড. বখতিয়ার হোসেন, পরিচালক, ড. মোঃ ইউনুছ আলী, কো-অর্ডিনেটর, সার্ক কৃষি কেন্দ্র, ঢাকা।

বগুড়া উপপ্রকল্পের সাইটে ''Exposure visits for the participating farmers to agro-processing plants and marketing facilities in the country'' visits সম্পন্ন করা হয়।

বগুড়া উপপ্রকল্পের কৃষকদের "Refreshers training on Agro-processing and marketing প্রশিক্ষণ প্রদান দেওয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে" প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

- Processing Input Support হিসেবে বগুড়া উপপ্রকল্প এবং গাজীপুর উপপ্রকল্প প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে টমেটো পেস্ট, থার্মো অয়েল, লেবেল, সস্ মিনিপ্যাক ফয়েল, বোতল (ছোট বোতল +বড় বোতল), এস.বি, এস.এম.এস, সাইট্রিক এসিড, ও স্ট্রার্চ পাউডার ০৪ জুলাই ২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে হস্তান্তর করা হয়।

(৫.২) Impact of Mechanized Systems of Rice Intensification in Bangladesh (GRIPS-RDA) শীর্ষক যৌথ প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া ও National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan এর আর্থিক সহায়তায় "Impact of Mechanized Systems of Rice Intensification in Bangladesh (GRIPS-RDA) শীর্ষক যৌথ প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমটি আগস্ট-২০২১ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২২ মৌসুম যৌথভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ১ম পর্যায় সফলতার সাথে শেষ করেছে। এই গবেষণা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য সমূহঃ দেশের ০৫টি জেলার ০৫টি (পাবনা জেলার চাটমোহর, টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর, সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ, রংপুর জেরার মিঠাপুকুর ও বগুড়া জেলার দুপচাচিয়া) উপজেলায় আধুনিক যান্ত্রিকিকরণ MSRI ও SRI পদ্ধতিতে ধান চাষের প্রদর্শনীর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি অবলোকন, কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি, কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করা । দুইটি পদ্ধতি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কৃষকের আগ্রহের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক উপায়ে MSRI মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করাই অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমানে MSRI পদ্ধতিটি কৃষকের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় আগামী বোরো মৌসুম হতে কৃষক পর্যায়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । ফলে পদ্ধতিটি সফলভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হলে সরকারিভাবে এ ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এপ্রিল-২০২২ থেকে মার্চ-২০২৩, ২য় মেয়াদে নতুন সমোঝতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকল্পটি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বতর্মান অর্থ বছরের (২০২১-২০২২) অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য ৫৩৬১৪৮০/- (59572 USD) টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

"বিভিন্ন জাতের তুলনামূলক প্রদর্শনী প্লট, শাজাহানপুর, বগুড়া"

"গবেষণা প্লট শাজাহানপুর, বগুড়া"

গবেষণা প্রকল্প এলাকায় ট্রে-তে চারা উৎপাদন প্রদর্শনী

(৬) দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা

দারিদ্র্য বিমোচন ও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া'র নিজস্ব অর্থায়নে "দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে আর্থিকভাবে একটি সচ্ছল পরিবারের ঘর, স্যানিটেশন, পানি, স্বাস্থ্য, জ্বালানির ব্যবহার অনুন্নত হলে এবং শিক্ষা না থাকলে সেই পরিবারকে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) অনুসারে দরিদ্র পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ গবেষণার আওতায় বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার তিনটি গ্রামে (কালশীমাটি, কানুপুর এবং দরিবাংড়া) বেইজলাইন সার্ভে করে এমপিআই স্কোর নির্ণয় করা হয়। গ্রামগুলোর মধ্যে কালশীমাটি গ্রামে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে যাদের এমপিআই স্কোর ০.৩৩ এর অধিক, তাদেরকে বিভিন্ন ইন্টারভেনশন (প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা ও সম্পদ) বিতরণ/প্রদান করা হয়। কানুপুর গ্রামটিকে গবেষণার কন্ট্রোল গ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে; যার ফলে কালশীমাটি গ্রামে বিভিন্ন ইন্টারভেনশনের প্রভাব পর্যালোচনা করা সম্ভব হচ্ছে।

কালশীমাটি গ্রামে এমপিআই স্কোর অনুসারে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয় যেমন: কমিউনিটি ভিত্তিক ছাগল পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্যতা দূরীকরণ, রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, ড্রাইভিং এন্ড মেকানিক্স, পুষ্টি নিরাপত্তা গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নে কমিউনিটিভিত্তিক দেশি মুরগি পালন, আধুনিক মৎস্য চাষ প্রযুক্তি, আধুনিক নার্সারি প্রযুক্তি, হাউস কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং, হস্তশিল্প এবং সেলাই প্রশিক্ষণ, পার্লার প্রশিক্ষণ, এবং ইলেকট্রিক্যাল (রেফ্রিজারেটর ও এসি) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১৯০ জন পুরুষ ও মহিলা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আরডিএ মডেলে স্বল্প ব্যয়ে (৩ বেড, কিচেন, টয়লেট বিশিষ্ট) ৩টি আধুনিক মানের পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো ৩টি বাড়ি নির্মাণাধীন রয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে মুরগীর বাচ্চা ফুটানোর জন্য ৫টি ইনকিউবেটর, ৩৪০০ টি হাইব্রিড পেঁপে চারা, ১৫টি ছাগল, ৪০,০০০ তেলাপিয়া মাছের পোনা, ২০০০টি মুরগির বাচ্চা, ৪টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। এছাড়াও উৎপাদন বিষয়ক পরামর্শ প্রদানসহ বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার শূণ্যের কোটায় আনায়নে মডেল উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা হয়েছে। দারিদ্র্যমুক্ত মডেলটি আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে "দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

আরডিএ, বগুড়া'র নিজস্ব অর্থায়নে 'দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা'র আওতায় কালশীমাটি গ্রামের একটি অসহায় পরিবারের জন্য আরডিএ মডেলে স্বল্প ব্যয়ে পাকা বাড়ি "ভালোবাসা" নির্মাণ করে দেওয়া হয়।

‘দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা’র আওতায় কালশীমাটি গ্রামের মহিলাদের মাঝে দেশি মুরগির বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যে ইনকিউবেটর বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ইনকিউবেটর ব্যবহার করে সফলতার সঙ্গে তারা মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করছেন।

আরডিএ, বগুড়া'র মহিলা ক্লাব ও অনুষদ সদস্য কর্তৃক দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রামের দরিদ্রদের বিভিন্ন সহায়তা (গাছের চারা ও দেশী মুরগীর বাচ্চা) প্রদান।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় কালসীমাটি গ্রামে কমিউনিটিভিত্তিক টেকসই ছাগল খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় কালসীমাটি গ্রামে দরিদ্র পরিববারের মাঝে সেলাই মেশিন ও উন্নত চুলা বিতরণ করা হয়।

(৭.০) আরডিএ প্রদর্শনী খামার কেন্দ্রিক প্রায়োগিক গবেষণা

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারের লক্ষ্যে একাডেমী ক্যাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে আটটি ইউনিটের সমন্বয়ে সরকারি পর্যায়ে একমাত্র Self Sustainable Demonstration Farm গড়ে তোলা হয়েছে। ইউনিটগুলি হলোঃ

(১) ফসল ইউনিট;
(২) নার্সারী ইউনিট;
(৩) পোলট্রি ইউনিট;
(৪) ডেইরী ইউনিট;
(৫) মৎস্য ইউনিট;
(৬) টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট;
(৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট; এবং
(৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট।

- প্রতিটি ইউনিটে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিকের ক্ষেত্র হিসেবা ব্যবহার, প্রদর্শনী, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার ট্রায়েল দেয়া হয়। পাশাপাশি উন্নতমানের আলু ও ধান উৎপাদন করে বিএডিসির চুক্তিবদ্ধ স্কীমের আওতায় জাতীয় বীজ গ্রীডে সরবরাহ করা হয়। নিম্নে বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম প্রদর্শন করা হলোঃ

(১) আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ফসল ইউনিট

(২) আরডিএ প্রদর্শনী খামারের নার্সারী ইউনিট

(৩) আরডিএ প্রদর্শনী খামারের পোল্ট্রি ইউনিট

(৪) আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ডেইরী ইউনিট

(৫) আরডিএ প্রদর্শনী খামারের মৎস্য ইউনিটের আওতায়

(৬) আরডিএ প্রদর্শনী খামারের টিসুক্যালচার ইউনিট

(৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট

(৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনে আরডিএ, বগুড়া

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ (এপিএম) ইউনিট বর্তমানে ৩১টি পণ্য পল্লী ব্র্যান্ডে (কাঠালের চিপস, আমের আচার, রসুনের আচার, বরই আচার, তেতুল চাটনি, জিনজার চাটনি, ঘি, মধু, সরিষার তেল, কেক, ব্রেড, প্যাটিশ, ড্যানিশ, বিস্কুট, কলার চিপস ও টমেটো সস, দই ইত্যাদি) তৈরি ও সুলভ মূল্যে বাজারজাত করে যাচ্ছে।

(৮) আরডিএ এপিএম ইউনিটে উৎপাদিত পণ্য

(৯.০) আরডিএ, বগুড়া'র বিশেষায়িত সেন্টারসমূহের কার্যক্রম

আরডিএ, বগুড়ার বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণার অর্জিত সাফল্য যেমন- কৃষি, পল্লী উন্নয়ন বিশেষ করে সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি/মডেল দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে একাডেমীর বিভিন্ন বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৭টি বিশেষায়িত সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল সেন্টারসমূহের মধ্যে ২০০৩ সালে পরিচালনা বোর্ডের ৩১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম)" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ৪০তম ও ৪১তম বোর্ড সভায় সিআইডব্লিউএম-এর আদলে একাডেমীতে আরও ৬টি বিষেশায়িত সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেন্টারগুলি হলোঃ

(১) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার;
(২) ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার;
(৩) রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার;
(৪) চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার;
(৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; এবং
(৬) পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার।

সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ক্রমান্বয়ে সরে এসে নিজস্ব অর্থায়নে, দেশিয় প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে একাডেমীর কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়কসহ দারিদ্র্য বিমোচন ধর্মী প্রকল্পগুলিকে প্রোগ্রামেটিক এ্যাপ্রোচে পরিচালনা করে সেন্টারসমূহের মাধ্যমে কর্মকান্ড অব্যহত রেখে উন্নয়নের ধারা চলমান রাখা সম্ভব হচ্ছে। নিম্নে "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম)" এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলোঃ

(৯.১) "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম)"

একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার অর্জিত সাফল্যসমূহ দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট" শীরোনামে একটি বিশেষায়িত সেন্টার ২০০৩ সালে পরিচালনা বোর্ডের ৩১তম সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সিআইডব্লিউএম এর উদ্দেশ্যঃ

- একাডেমী পরিচালিত বিগত সময়ে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম চলমান রাখা;
- উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহর এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণ;
- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ, খাবার পানি, উদ্যান-নার্সারী উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে পানি সরবরাহকরণ এবং এসব বিষয় সংশ্লিষ্ট আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা;
- শিল্প কারখানায় ব্যবহার উপযোগী নিরাপদ পানি সরবরাহ করা;
- সরকারী/বেসরকারী সংস্থার অর্থে পরিচালিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা; এবং
- 'আরডিএ ক্রেডিট' শিরোনামে ব্যতিক্রমধর্মী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

সিআইডব্লিউএম-এর অগ্রগতিঃ

- **মডেল সম্প্রসারণ:** দেশে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে একাডেমী উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা মডেল (স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ স্থাপন ও গভীর নলকূপের বহুমুখী ব্যবহার এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন) সমগ্র দেশে দ্রুত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ-বছরে একাডেমী উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের তথ্যাদি নিম্নের সারনীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারনী-১: সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের তালিকা

ক্র: নং	পরামর্শ সেবার আওতায় মডেল সম্প্রসারণের বিবরণ	মন্তব্য
১)	শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অফিস ক্যাম্পাসে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট সার্ভিসিং এবং মেইনটেনেন্স ও আনুসাঙ্গিক কাজ	বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরামর্শ সেবার আওতায় মডেল সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে
২)	ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিউবো, পলাশ, নরসিংদী ক্যাম্পাসের আবাসিক এলাকায় ০৬ নং পানি পাম্প মেরামত ও আনুসাঙ্গিক কাজ	
৩)	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিঃ এর ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ তিতাস-বি ক্যাম্পাস-এ আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট, পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন, গ্রাউন্ড রিজারর্ভারসহ ক্যাসকেড ট্রে, পাম্প হাউজ নির্মাণ ও আনুসাঙ্গিক কাজ	
৪)	মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর এর ক্যাম্পাসে গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন, পাম্প হাউজ, গ্রাউন্ড রিজার্ভারসহ ক্যাসকেড ট্রে, আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার, ভ্যাসেল ফাউন্ডেশন নির্মাণ, পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন ও আনুসাঙ্গিক কাজ	
৫)	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা আবাসিক এলাকায় ১ (এক) টি পর্যবেক্ষণ নলকূপ ও ১ (এক) টি গভীল নলকূপ স্থাপন ও আনুসাঙ্গিক কাজ	
৬)	কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-০২ অফিস ক্যাম্পাসে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট সার্ভিসিং এবং মেইনটেনেন্স ও আনুসাঙ্গিক কাজ	
৭)	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, হারুকান্দি, ফরিদপুর ক্যাম্পাসে গভীর নলকূপ (সাবমারসিবল পাম্প ও মটরসহ), পানি বিশুদ্ধকরণ (RO) প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-২০ ঘঃ/ঘন্টা) স্থাপন, RO সেড, অ্যারেশন ট্যাংক নির্মাণ, পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন, ওভারগ্রাউন্ড রির্জাভার (ধারণ ক্ষমতা-১৫০ ঘঃ মিঃ) নির্মাণ ও ৩০ কেভিএ জেটারেটর সরবরাহসহ আনুসাঙ্গিক কাজ।	
৮)	চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ পটিয়া, চট্টগ্রাম অফিস ক্যাম্পাসে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট সার্ভিসিং এবং মেইনটেনেন্স ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
৯)	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প, পলাশ, নরসিংদী এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন, লিফটিং কলাম নির্মাণ ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
১০)	শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ ক্যাম্পাসে ০৩ টি গভীর নলকূপ স্থাপন, পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,০০০ লিঃ/ঘন্টা) স্থাপন, গ্রাউন্ড রিজারর্ভারসহ ক্যাসকেড ট্রে, পাম্প হাউস নির্মাণ ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
১১)	চট্রগ্রাম ইউরিয়া ফটিলাইজার, লি, রাংগাদিয়া, চট্রগগ্রাম কারখানা এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ।	
১২)	সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, দরবস্ত, জৈন্তাপুর, সিলেট ক্যাম্পাসে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা ৫,০০০ লিঃ/ঘন্টা) স্থাপন ও আনুসাঙ্গিক কাজের	
১৩)	গাইবান্ধা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, গাইবান্ধা অফিস ক্যাম্পাসে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট সার্ভিসিং এবং মেইনটেনেন্স ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
১৪)	পাওয়ার চায়না সিচুয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিঃ, এর আওতাধীন সৈয়দপুর ১৫০ মেঃ ওঃ এসসিপিপি প্রকল্প এলাকায় ১ (একটি) টি পর্যবেক্ষণ কূপ ও আরডিএ উদ্ভাবিত ২(দুই) টি গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ।	
১৫)	কুড়িগ্রাম লালমনিরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, লালমনিরহাট অফিস ক্যাম্পাসে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট সার্ভিসিং এবং মেইনটেনেন্স ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
১৬)	চট্রগ্রাম ইউরিয়া ফটিলাইজার, লি, রাংগাদিয়া, চট্রগগ্রাম কারখানা এলাকায় ৬টি পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন কাজ।	
১৭)	বিসিক ভৈরব এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন ও পাম্প হাউজ নিমার্ণ কাজ	
১৮)	বিসিক নরসিংদী এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন ও পাম্প হাউজ নিমার্ণ কাজ	
১৯)	সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ উন্নয়ন কেন্দ্র, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ	
২০)	তিতাস ৫০ মেঃ ওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট, তিতাস কুমিল্লায় পর্যবেক্ষণ কূপ, গভীর নলকূপ, RO এবং ফিল্ট্রেশন প্লান্ট স্থাপন কাজ	

চলমান উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

চলতি অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে আওতায় ১৫টি এলাকায় মডেল সম্প্রসারণের কাজ চলমান। চলমান এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড নিম্নরূপঃ

(১) গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (৫০০ শয্যা), মানিকগঞ্জ ক্যাম্পাসে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ২৫ ঘ: মি:/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি ওয়াটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন কাজ চলমান।

(২) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লি:, নলকা, সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পাসে গভীর নলকূপ স্থাপন, পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা ২০,০০০ লিঃ/ঘন্টা) স্থাপন, গ্রাউন্ড রিজারভারসহ ক্যাসকেড ট্রে, পাম্প হাউস ও ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণসহ আনুসাঙ্গিক কাজ চলমান।

৩) উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পে "প্রাকৃতিক ও পরিবেশ বান্ধব প্রক্রিয়ায় সুয়েজ ওয়াটার ও পঁচনশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও ভূ-গর্ভে রিচার্জিং বা পুনঃভরণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ"

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজউক, উত্তরা এ্যাপার্টমেন্ট (৬৬৩৬টি ফ্ল্যাট) ক্যাম্পাসের পঁচনশীল সকল ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এসটিপি স্থাপন এবং জৈবসার উৎপাদনসহ ৬৬৩৬টি ফ্ল্যাটের বৃষ্টি পানি সংগ্রহ ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরিশোধন পূর্বক ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরে পূনঃভরণ করা হবে। প্রকল্প এলাকার বাসাবাড়ি হতে উৎপাদিত সকল ধরনের বর্জ্য নির্দ্ধারিত স্থানে পৃথকীকরণের পর পঁজনশীল বর্জ্য পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তথা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ব্যবহার করে বায়োগ্যাস ও উন্নতমানে জৈবসার উৎপাদনের মাধ্যমে ঢাকা শহরের পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি প্রকল্প এলাকা জিরো ওয়েষ্ট জোনে উন্নীত করে 'গ্রীন ও ক্লিন' সোসাইটিতে রুপান্তরিত হবে যা বর্তমান সময়ে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

- আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈবসার উৎপাদন করে প্রকল্প এলাকা জিরো ওয়েস্ট জোনে রুপান্তরিত করা।

রাজউক উত্তরা এ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত এসটিপি

রাজউক উত্তরা এ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক সমাপ্তকৃত সকল প্রকল্পের (এসএফডিপি, সিভিডিপি, সেপা, এমভিআরডি) সমন্বিত ঋণ কার্যক্রম ধারণার উপর ভিত্তি করে "**আরডিএ ক্রেডিট**" নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সমাপ্তকৃত এডিপি প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল ও সার্ভিস চার্জ এর অর্থ আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমে মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয়ভারসহ গৃহস্থালী ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত পানির মূল্য পরিশোধে সক্ষম করে তোলাই আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

আরডিএ-ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি: আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরের ১২১৬ জন সুফলভোগীর মাঝে ৯.৯৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মোট ২৯২৫১ জন সুফলভোগীর মাঝে মোট ১৬০.৪০ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের এক নজরে অগ্রগতি নিম্নের সারনীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারনী-২: আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের এক নজরে অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	বিবরণ	অগ্রগতি
১.	মোট উপ-প্রকল্প এলাকা (সংখ্যা)	৩৮৫
২.	মোট সীড ক্যাপিটাল বাবদ প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়)	৫৪১৭.৬৮
৩.	ক্রমপঞ্জিত বিতরণকৃত (লক্ষ টাকায়)	১৬০০৪.৮০
৪.	ঋণ কার্যক্রমে জড়িত মোট সদস্য (সংখ্যা)	২৯২৫১
	ক) পুরুষ (জন)	১৭৫১৯
	খ) মহিলা (জন)	১১৭৩২
৫.	সার্ভিসচার্জসহ মোট আদায়যোগ্য ঋণ (লক্ষ টাকায়)	১৬৬৮৬.৭৬৮৭
৬.	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	১৫২৫৪.৬৮
	ক) মূল টাকা (লক্ষ টাকায়)	১৩৭২.৯৬
	খ) সার্ভিস চার্জ (লক্ষ টাকায়)	১৫১১.৭৩
৭.	মাঠে ঋণ স্থিতি (লক্ষ টাকায়)	২৫১০.৬৫
	ক) মূল টাকা (লক্ষ টাকায়)	২২৬১.৮৪
	খ) সার্ভিসচার্জ (লক্ষ টাকায়)	২৪৮.৮০
৮.	আদায়ের হার (%)	**৯১.৪২**

সিআইডব্লিউএম এর উল্লেখযোগ্য অর্জন

- সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে চলতি মাস পর্যন্ত সর্বমোট ২৯৩টি স্থানে (সরকারী/বেসরকারী/প্রাইভেট ব্যবস্থাপনায়) একাডেমী উদ্ভাবিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হয়েছে।
- সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সিআইডব্লিউএম কর্তৃক পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে স্বল্প ব্যয়ে অগভীর/গভীর নলকূপ স্থাপন, নিরাপদ খাবার পানিসহ শিল্প কারখানায় ব্যবহার উপযোগি পানি সরবরাহ প্রযুক্তি/মডেল বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- বঙ্গবন্ধু সেতু, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ), বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বিসিক চামড়া শিল্প নগরী সাভার, কর্ণফুলী ইপিজেড চট্রগ্রাম, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন এনজিও (ব্র্যাক, প্রশিকা) ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ২৯৩টি এলাকায় সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে।
- চলতি বছরে সরকারী/বেসরকারী/প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত ৩১টি প্রতিষ্ঠানে কারিগরি এবং আর্থিক প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।
- সেন্টারটি সরকারী আর্থিক সহযোগীতা ছাড়াই নিজস্ব আয়ের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়ে আসছে। সেই সাথে সেন্টার থেকে প্রতিবছর সরকারী কোষাগারে আয়ের একটি নির্দিস্ট অংশ জমা প্রদান করে আসছে। বিগত ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে যথাক্রমে ২৭.০০ লক্ষ এবং ৩০.০০ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
- ২০০৩ সালে সেন্টারটি মাত্র ২৯ জন জনবল নিয়ে যাত্রা শুরু যাত্রা করে বর্তমানে সরকারের রাজস্ব ব্যয় ছাড়াই কেন্দ্রের নিজস্ব আয় থেকে ১২৩ জন লোকের চুক্তি ভিত্তিক চাকুরির সংস্থান করা হয়েছে।
- পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রযুক্তি কেন্দ্রিক আরডিএ-ক্রেডিট দেশের কার্যক্রম পল্লী এলাকায় সম্প্রসারণের ফলে গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবিকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
- সিআইডব্লিউএম-এর কার্যকারিতা ও সফলতার উপর ভিত্তি করে একাডেমীর ৪০তম ও ৪১তম বোর্ড সভায় সিআইডব্লিউএম-এর আদলে একাডেমীতে আরও ৬টি কেন্দ্র (সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার; ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন সেন্টার; রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার; চর উন্নয়ন ও গবেষণা সেন্টার; কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; ও পল্লী পাঠশালা গবেষণা সেন্টার) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং এর মাধ্যমে অব্যহত রাখা সম্ভব হচ্ছে।
- আরডিএ উদ্ভাবিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা মডেলটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।
- পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রযুক্তি কেন্দ্রিক আরডিএ-ক্রেডিট দেশের কার্যক্রম পল্লী এলাকায় সম্প্রসারণের ফলে গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবিকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সিআইডব্লিউএম-এর কার্যকারিতা ও সফলতার উপর ভিত্তি করে একাডেমীর ৪০তম ও ৪১তম বোর্ড সভায় সিআইডব্লিউএম-এর আদলে একাডেমীতে আরও ৬টি কেন্দ্র (সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার; ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন সেন্টার; রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার; চর উন্নয়ন ও গবেষণা সেন্টার; কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; ও পল্লী পাঠশালা গবেষণা সেন্টার) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(১০.০) আরডিএ ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ

আরডিএ ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ জাতীয় শিক্ষাঙ্গনে একটি সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে গ্রামীণ এলাকার গরীব এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ও একাডেমীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিদের লেখা-পড়ার সুবিধার্থে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিঃ

- এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় এবং ২০০৩ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে।
- ২০২০ সাল পর্যন্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ সফলতা অর্জন করেছে। প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%।
- ২০১৯ সালে প্রকাশিত পিইসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%, A+ ১৫১জন (৮১.১৮%)।
- ২০২০ সালে পিইসি পরীক্ষা অটোপাস।

- ২০২১ সালে পিইসি পরীক্ষা অটোপাস।
- ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%,A+ ১৫৯জন (৬৮.৫৩%)।
- ২০২০ সালের জেএসসি পরীক্ষা অটোপাস ।
- ২০২১ সালের জেএসসি পরীক্ষা অটোপাস।
- ২০২০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%,A+ ২১৬জন (৯৪.০০%)।
- ২০২১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%, A+২১৭ জন (৮৬.৮%)
- ২০২০ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%,A+ ১৫৩জন (৬৬.৫২%)।
- ২০২১ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০% A+২৮৪ জন (৭৭.৮০%)
- ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৬ জন বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট, চুয়েট, টেক্সটাইল ও ময়মনসিংহ প্রকৌশল কলেজ), ২ জন এমবিবিএস কোর্সে, ৫জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৯ জন বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৫ জন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েসহ শতাধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।
- প্রতিষ্ঠানটিতে ৭৫জন শিক্ষক ও ৪৫জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

আরডিএ ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ

স্বা/-
খলিল আহমদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

Green RDA
Clean RDA

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ)
ডাকঘর: আরডিএ-৫৮৪২, উপজেলা: শেরপুর, জেলা: বগুড়া, বাংলাদেশ

ওয়েব:**www.rda.gov.bd**;ই-মেইল:**dg@rda.gov.bd, info@rda.gov.bd**; টেলিফোন (পিএবিএক্স)**: +৮৮ ০৯৬০১৫০৭৯৯৯**